আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।
Website: www.bb.org.bd

ডিএফআইএম সার্কুলার নং-১১

তারিখঃ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২২ / ১০ আশ্বিন, ১৪২৯

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

'শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (সংশোধন) নীতিমালা, ২০২২' প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে এ বিভাগের ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখের ডিএফআইএম সার্কুলার নং-০৩-এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

০২। উক্ত সার্কুলারের মাধ্যমে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে প্রণীত 'শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা' অনুসরণে উপযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

০৩। এক্ষণে, বিদ্যমান 'শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা'-এর পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন, সংশোধন ও সমন্বয় সাধনপূর্বক নীতিমালাটিকে আরও বেশি কার্যকর ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে 'শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (সংশোধন) নীতিমালা, ২০২২' প্রণয়ন করা হয়েছে। সংশোধিত এই নীতিমালা অনুসরণ করে ২০২১-২০২২ অর্থবছর হতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করতে হবে।

০৪। আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩-এর ১৮(ছ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ আমির উদ্দিন)
পরিচালক (ডিএফআইএম)
ফোনঃ ৯৫৩০১৭৮।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের জন্য

‘শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (সংশোধন) নীতিমালা, ২০২২’

আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের জন্য

'শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (সংশোধন) নীতিমালা, ২০২২'

১। পটভূমি ঃ

'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' শিরোনামে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২ সালে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে অনুমোদিত হওয়ার পর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইট, গেজেট ও পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের রূপকল্প 'সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা' এবং অভিলক্ষ্য 'রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা'। এ কৌশল বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদ এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে উপদেষ্টা পরিষদের নির্বাহী কমিটি গঠিত হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে নৈতিকতা কমিটি গঠিত হয়েছে এবং নৈতিকতা কমিটির সদস্য-সচিব শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করছেন। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেছে। উক্ত কর্ম-পরিকল্পনায় অন্যান্য কর্মকান্ডের সঙ্গে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। শুদ্ধাচার চর্চায় সরকারের কার্যক্রমের সমান্তরালে বাংলাদেশে কার্যরত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য এ পুরষ্কার প্রদান কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শুদ্ধাচার পুরষ্কার প্রদানের ক্ষেত্রে অধিকতর পদ্ধতিগত স্বচ্ছতা আনয়ন এবং পরিসর বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৮ সালে জারিকৃত 'শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা সংশোধন/পরিমার্জন/পরিবর্ধন করে 'শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (সংশোধন) নীতিমালা, ২০২২' প্রণয়ন করা হলো।

২। উদ্দেশ্য ঃ

বাংলাদেশে কার্যরত সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পুরস্কার প্রদানের উদ্দেশ্যে এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো। এ নীতিমালা অনুসরণে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শুদ্ধাচার চর্চার নিমিত্ত প্রতি অর্থবছরে পুরস্কার প্রদান করতে হবে।

৩। পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রসমূহঃ

প্রতিটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের জন্য নিম্নোক্ত ৩টি ক্ষেত্র বিবেচনা করতে হবেঃ

৩.১ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী হতে পরবর্তী নিম্নতর তিন ধাপের (অর্থাৎ চতুর্থ ধাপ পর্যন্ত) কর্মকর্তাগণ;

৩.২ তদ্‌পরবর্তী ধাপ হতে প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তাগণ, এবং

৩.৩ প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মচারীবৃন্দ *।

*[বিঃদ্রঃ- *কর্মচারী বলতে পিয়ন/মেসেঞ্জার/দারোয়ান/গার্ডসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চাকুরিরত অন্যান্য সকলকে (অনুচ্ছেদ ৩.১ হতে ৩.২ নম্বর ক্ষেত্রে উল্লিখিত কর্মকর্তাগণ ব্যতিরেকে) বুঝাবে।]*

৪। মূল্যায়ন পদ্ধতি ঃ

নীতিমালায় বর্ণিত সূচক (Indicators)-এর ভিত্তিতে এবং প্রদত্ত পদ্ধতি অনুসরণে এ পুরস্কার প্রদানের জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারী নির্বাচিত হবে। শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে সুপারিশ করার জন্য নিম্নোক্ত ছকসমূহে উল্লিখিত মূল্যায়ন সূচকের বিপরীতে ধার্যকৃত মোট ১০০ নম্বর (প্রযোজ্যতা অনুযায়ী) বিবেচনা করতে হবেঃ

৪.১। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী হতে পরবর্তী নিম্নতর তিন ধাপের (অর্থাৎ চতুর্থ ধাপ পর্যন্ত) কর্মকর্তাদের (অনুচ্ছেদ নম্বর-৩.১) শুদ্ধাচার পুরস্কার মূল্যায়ন সূচক-

ক্রমিক নং	সূচক	নম্বর
১।	সততা ও নৈতিকতা	১০
২।	নেতৃত্ব	১০
৩।	প্রতিষ্ঠানের অভিলক্ষ্য বাস্তবায়ন	১০
৪।	সুষ্ঠু আর্থিক ব্যবস্থাপনা	১০
৫।	সিদ্ধান্ত গ্রহণে দক্ষতা	১০
৬।	ই-নথি, সেবা সহজীকরণ, উদ্ভাবন ও সংস্কার কার্যক্রমকে উৎসাহিতকরণ	১০
৭।	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন	১০
৮।	শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	১০
৯।	প্রকল্প বাস্তবায়নে দক্ষতা	১০
১০	উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন	১০
	মোট	**১০০**

৪.২। অনুচ্ছেদ নম্বর-৩.২-এ বর্ণিত ক্ষেত্রের কর্মকর্তাদের শুদ্ধাচার পুরস্কার মূল্যায়ন সূচক-

ক্রমিক নং	সূচক	নম্বর
১।	সততা ও নৈতিকতা	১০
২।	সেবাগ্রাহীদের সেবা প্রদান	১০
৩।	পেশাগত দক্ষতা ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার (কম্পিউটার, ই-নথি, ই-সার্ভিস ও ই-কমিউনিকেশনে দক্ষতা ইত্যাদি)	১০
৪।	অধস্তন কর্মচারীদের তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ	১০
৫।	দলগত কাজে সমন্বয়	১০
৬।	সময়ানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধ	১০
৭।	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এবং শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তৎপরতা	১০
৮।	কর্তব্যনিষ্ঠা ও স্ব-প্রোণোদিত উদ্যোগ	১০
৯।	উদ্ভাবন ও সংস্কার কার্যক্রমে আগ্রহ	১০
১০	ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন	১০
	মোট	**১০০**

৪.৩। অনুচ্ছেদ নম্বর-৩.৩-এ বর্ণিত ক্ষেত্রের কর্মচারীদের শুদ্ধাচার পুরস্কার মূল্যায়ন সূচক-

ক্রমিক নং	সূচক	নম্বর
১।	সততা ও নৈতিকতা	১০
২।	সেবা প্রদানে দক্ষতা	১০
৩।	সহকর্মী ও সেবাগ্রাহীদের সঙ্গে আচরণ	১০
৪।	দাপ্তরিক/তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা	১০
৫।	স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক ও দাপ্তরিক নিরাপত্তা সচেতনতা	১০
৬।	সময়ানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধ	১০
৭।	আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা	১০
৮।	পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা	১০
৯।	যথাযথ পোশাক পরিধান	১০
১০	ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন	১০
	মোট	**১০০**

৫। পুরস্কার প্রাপ্তির যোগ্যতা নির্ধারণ ঃ

৫.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের জন্য বিবেচনার নিমিত্তে কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ন্যূনতম ৩(তিন) বছর সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকতে হবে।

৫.২ পুরস্কারের সূচকসমূহের বিপরীতে যথাসম্ভব প্রমাণকের ভিত্তিতে ক্যাটাগরি অনুসারে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্তকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হবে।

৫.৩ কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীর মোট প্রাপ্ত নম্বর ন্যূনতম ৮০ না হলে তিনি শুদ্ধাচার পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবেন না।

৫.৪ কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরূদ্ধে কোনো অভিযোগ তদন্তাধীন/বিভাগীয়/ফৌজদারি মামলা চলমান থাকলে/মামলায় শাস্তি প্রাপ্ত হলে তিনি শুদ্ধাচার পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবেন না।

৫.৫ একাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রাপ্ত নম্বর একই হলে যৌথভাবে সেরা কর্মকর্তা-কর্মচারী নির্বাচন করতে হবে এবং প্রত্যেকে পৃথকভাবে পুরস্কৃত হবেন।

৫.৬ কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী যে-কোনো অর্থবছরে একবার শুদ্ধাচার পুরস্কার পেলে বদলি বা পদোন্নতি হলেও তিনি পরবর্তী ৩(তিন) অর্থবছরে পুনরায় পুরস্কার পাওয়ার জন্য বিবেচিত হবেন না। বদলীযোগ্য চাকরির জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কর্মস্থলের প্রত্যয়ন গ্রহণ করতে হবে।

৬। শুদ্ধাচার চর্চার পুরস্কার প্রদানের জন্য বাছাই কমিটি গঠনঃ

৬.১ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে পরিচালক পর্ষদের অপর দুইজন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত বাছাই কমিটি অনুচ্ছেদ নং-৩.১-এ বর্ণিত ক্ষেত্রের কর্মকর্তাদের মধ্য হতে একজন পুরস্কারযোগ্য কর্মকর্তা নির্বাচন করবে।

৬.২ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহীর সভাপতিত্বে মানব সম্পদ বিভাগের প্রধান কর্মকর্তাসহ ন্যূনতম তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটি অনুচ্ছেদ নং-৩.২ ও ৩.৩-এ উল্লিখিত প্রতি ক্ষেত্র হতে একজন করে মোট ২(দুই) জন পুরস্কারযোগ্য কর্মকর্তা-

কর্মচারী নির্বাচন করবে। উক্ত কমিটি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিভাগ/ইউনিট/শাখা প্রধানের মতামত গ্রহণ করবে।

৬.৩ চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত কর্মকর্তা-কর্মচারীকে পুরস্কার প্রদানের পূর্বে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক পর্ষদের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

৭। পুরস্কারের মান ঃ

পুরস্কারের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠান পুরস্কার হিসেবে প্রত্যেককে একটি করে সার্টিফিকেট, একটি ক্রেস্ট এবং এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করবে। এক্ষেত্রে, কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী যে মাসে পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হবেন তার পূর্ববর্তী মাসে আহরিত মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ পুরস্কার হিসাবে প্রাপ্ত হবেন।